দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 6-2-85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1 ...

008

বিনামূল্যে পাঠ্যবই

ইউনিসেফের সাহায্য নিয়ে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে প্রাইমারী ছাত্রদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। আসলে প্রথমে শুধু বই নয়, পোশাক, পরিচ্ছদ খাতা পেন্সিল বিতরণেরও একটা পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু নানারকম জটিলতা দেখা দেওয়ায় সে পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। তবে বিনামূল্যে বই বিতরণের পরিকল্পনা বহাল আছে। চলতি বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথম শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত সব বই বিনা মূল্যে এবং চতুর্থ শ্রেণীর বই অর্ধেক মূল্যে বিতরণের পরিকল্পনা নিয়েছিল। আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এ কাজ শেষ হবার কথা ছিল। কিন্তু এক সহযোগীর রিপোর্টে জানা গেছে বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী এখনো বিনামূল্যের বই পায়নি। তার চেয়েও মজার খবর বিনামূল্যের বই চড়া দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

বিনামূল্যের বই যেখানে পাবার কথা সেখানে পাওয়া না গেলেও পাওয়া যাচ্ছে এটা হয়ত সান্ত্বনারই কথা। বিনামূল্যের বদলে চড়া মূল্যে—এই যা পার্থক্য। যারা একাজে জড়িত আছেন তারা খুব সম্ভব প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে শিক্ষা অত্যন্ত মূল্যবান। বিনামূল্যের শিক্ষায় বোধ হয় তারা আস্থাবান নন, তাই বিনামূল্যের বদলে প্রাথমিক শ্রেণীর বই তারা চড়া মূল্যে বাজারেই বিক্রি করছেন। শিক্ষার লাভ-লোকসান যাই হোক কিন্তু মানুষের পকেট যে এতে ভারী হচ্ছে এ ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নেই।

তবে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে তা যাতে কার্যকরী হয় তা দেখা দরকার নইলে বিকল্প রাস্তা দেখতে হয়। বিনামূল্যে বই বিতরণের ব্যবস্থা সফল করতে হলে বিতরণের জন্যে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাজটা খুব সহজ হয়ত নয়। গ্রাম-গ্রামান্তরে বহু স্কুল ছড়িয়ে আছে। বিনামূল্যের বই সেখানেই বেশী প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে এই বই পৌঁছানোই মুশকিল। যেসব বিভাগের ভিন্ন কাজ আছে তাদের ওপর বাড়তি দায়িত্ব হিসাবে বই বিতরণের কাজ চাপানো হলে এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা কম বলেই মনে হয়। অভিজ্ঞতা সে রকম। তাই বই বিতরণে বিশেষ দায়িত্বে ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার বলে আমরা মনে করি।